History Study Material

Dumkal College

Semester-6, DSE Course-I

[History of China from Tradition to Revolution]

চীনে শতদিবসের সংস্কার এর পটভূমি।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের সংস্কার আন্দোলন চীনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জুন সম্রাট **কোয়াংসু** 'জাতীয় বিষয়গুলির উপর সিদ্ধান্ত' (Decisions on National affairs) নামে একটি রাজকীয় আদেশ জারি করে সংস্কার সাধনের কথা ঘোষণা করেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ই জুন থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কালে সম্রাট কোয়াংসু ৪০-৫০টি সংস্কারমূলক রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। এই সংস্কার কর্মসূচি অনুসারে পাশ্চাত্য আদর্শে প্রশাসন, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সংস্কার এবং নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিল। এইসব সংস্কারের আয়ুষ্কাল ছিল প্রায় ১০০ দিন। তাই এই সংস্কার কর্মসূচী 'একশত দিবসের সংস্কার' বা 'Hundred day's reform' নামে খ্যাত।

চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের শোচনীয় পরাজয় চীনের সংস্কার আন্দোলনের প্রেরণা যোগায়। আত্মমর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে চীন আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য এবং জাপানের ন্যায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে শিমনোসেকির সন্ধির (১৮৯৫ খ্রিঃ) সমগ্র চীনে এক ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট কোয়াংসু শাসন সংস্কারে উদ্যোগী হন এবং এই সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

ইমানুয়েল স্যু বলেন, চীন-জাপান যুদ্ধের আগে থেকেই চীনা নেতৃবৃন্দ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। কুয়ো সুন তাও, লিয়াং চি চাও, চ্যাং চি তুং, কাং ইউ ওয়েই প্রমূখ চিন্তাশীল ও প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ সংস্কার সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

তুং চি পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও যে সংস্কারের প্রচেষ্ঠা হয়েছিল তারও প্রভাব পড়ে শত দিবসের সংস্কার প্রবর্তনের উপর। একারণে তারা সংস্কার চালু করে বিদেশীদের মত শক্তি

Dumkal College

অর্জন করে বিদেশীদের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা লাভ এবং দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

সংস্কার আন্দোলনে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯০ এর দশকের চীনে পাশ্চাত্য পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটলে চীনে বেশকিছু শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। ফলে চীনা পুঁজিপতি শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। শিল্প স্থাপনের সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটে। শ্রমিকরা শোষণে জর্জরিত হলে আন্দোলনে শামিল হয়। চীনের এরূপ পরিস্থিতি চীনের সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট প্রশস্ত করে।

চীন-জাপান যুদ্ধের পর চীনে সংস্কার আন্দোলন জোরদার হয়। সংস্কারের মাধ্যমে চীনকে শক্তিশালী করার আন্দোলন শুরু হয়। **কাং ইউ ওয়েই** ছিলেন এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তিনি দশ বছর যাবৎ (১৮৮৮-১৮৯৮ খ্রিঃ) সংস্কার সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রস্তাব দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। কাং মোট দশটি স্মারকলিপি সম্রাটের কাছে পেশ করার জন্য প্রেরণ করেন। এইসব স্মারক স্মারকলিপি পেশ এর মাধ্যমে এদিকে চিনে জনমত গঠনে সক্ষম হন অপরদিকে সম্রাটকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে সংস্কারকার্যে উদ্বুদ্ধ করেন। সংস্কারের জন্য দার্শনিক পটভূমি কাং ইউ ওয়ে এবং তার সহযোগী নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে **ইয়ান ফু, তাং শি-টং, লিয়ান চি-চাও** তৈরি করেন।

এইসব চীনা সংস্কারক ছাড়াও একদল উদার মনোভাবাপন্ন ইউরোপীয় **খ্রিস্টান মিশনারিও** চীনে প্রগতিশীল সংস্কার সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তারা ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে চীনে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রচার শুরু করে। এই মিশনারীরা চীনের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম প্রভৃতি তৈরি করে নতুন চিন্তাধারার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। এদের মধ্যে **ইয়ং জে. এ্যালেন, এ. উইলিয়ামসন, টি. রিচার্ড, মার্টিন** প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া এই সংস্কারমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে বহু সংগঠন ও সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। চীনের বিভিন্ন জায়গায় **'পাঠচক্র'** (Study Society) গড়ে ওঠে। এই পাঠচক্র ছিল চীনা পন্ডিত শ্রেনী ও জেন্ট্রি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সংঘ। এই পাঠচক্রের মাধ্যমিক চীনের শিক্ষিত লোকেরা একটি সংস্কারমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এছাড়া এই সময় চীনে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কেবলমাত্র ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অন্তত ২৫ টি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলি সংস্কারের স্বপক্ষে প্রচার

Dumka College

চালিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পত্রিকা ছিল **'শিউ বাও' এবং 'কুওয়েন বাও'**।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে **কাং ইউ ওয়েই** চীনের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্দেশ্যে **'জাতীয় প্রতিরক্ষা সমিতি'** (Association for National Defence) গড়ে তোলেন। ঐতিহাসিক **জ্যাঁ শ্যেনোর** মতে, এই সমিতি সংস্কারের যে দাবি তোলে তা ছিল শত দিবসের সংস্কারের জন্য আন্দোলনের সূচনা। এই সংগঠন বিভিন্ন ধরনের সংস্কার চালু করার জন্য সম্রাটকে চাপ দিতে থাকে।

এইভাবে চীনের আকাশে বাতাসে যখন সংস্কার আন্দোলনের কথা ধ্বনিত হচ্ছিল তখন সম্রাট কোয়াংসু সাবালক হয়ে **রাজমাতা জু-শি** র উপর শাসন ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। উদারপন্থী নেতৃবৃন্দ সম্রাটকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে প্রাচীনপন্থীরা রাজমাতা জু-শিকে সমর্থন করলে রাজদরবার ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ৩০শে মে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কুং এর মৃত্যু হয়। কুং এর মৃত্যুর পর চীনা সম্রাট কোয়াংসু সংস্কারপন্থী কাং ইউ ওয়েই এর দ্বারা প্রভাবিত হন। কাং এর প্রভাবেই সম্রাট কোয়াংসু সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

এইভাবে চীনে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয় তার পরিণতি ঘটে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুন থেকে সেপ্টেম্বরে যখন সম্রাট কোয়াংসু সংস্কারমূলক রাজকীয় আদেশ (Royal Edict) জারি করেন। এই সকল রাজাজ্ঞা বা রাজকীয় আদেশ 'শত দিবসের সংস্কার' নামে পরিচিতি লাভ করে।

Dumkal College